প্রাচ্যবাদ ও ইসলাম

প্রাচ্যবাদ ও ইসলাম

(মা'হাদুল ফিকরি ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়ার শিক্ষা ও
প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাচ্যবাদবিষয়ক রচনা সংকলন)

মুসা আল হাফিজ
সম্পাদিত

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯৩৫-২৮৯৮৩২
০১৯৪৮-৯৯৭৯৮৫

জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০১৭৮৯-৮৭৩৬৭৯
০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩

উৎসর্গ

যারা জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি, রুহানিয়াত ও কর্মশীলতায় মিল্লাতের গুরুভার বহনে আপন বিনির্মাণে নিবেদিত, মা'হাদের সেসব আগত-অনাগত প্রতিভার প্রতি।

জামিয়া ইসলামিয়া আজিজুল উলূম বাবুনগরের মহাপরিচালক,
হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সম্মানিত আমীর,
আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী হাফিযাহুল্লাহ'র

বাণী ও দুআ

ফেতনায়ে ইসতিশরাক বা প্রাচ্যবাদের ফেতনার দিকে আহলে ইলম আগ্রহী এবং আত্মনিয়োগ করছেন, তাদের অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলাফল বই আকারে সংকলিত হচ্ছে। আরবি ভাষায় এ বিষয়ে অনেক কাজ হয়েছে। এ বিষয়ে উর্দু ভাষায়ও বই এসেছে। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে গরিবি রয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ, সেই অভাব পূরণে এগিয়ে এসেছে দেশের বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন, কবি ও গবেষক মুসা আল হাফিজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত, দাওয়াহ ও উচ্চতর ইসলামি গবেষণাকেন্দ্র 'মাহাদুল ফিকরি ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়া'র কতিপয় পরিশ্রমী ও প্রতিভাবান শিক্ষার্থী।

ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রম ও সংশয় সৃষ্টি করা প্রাচ্যবিদদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এবং তারা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে যুগ হতে যুগান্তরে, প্রজন্ম হতে প্রজন্মান্তরে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ইসলামের উপর আরোপিত এই সমস্ত আপত্তি ও সন্দেহ এবং প্রাচ্যবাদী গবেষণা পদ্ধতি এবং তাদের প্রবণতাগুলি যত্নসহকারে অধ্যয়ন ও প্রতিবিধান করার সময় এসেছে, যা বলাই বাহুল্য।

প্রাচ্যবাদ ও ইসলাম শীর্ষক এ মূল্যবান সংকলন একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের রচনা নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, এটি খুবই খুশির বিষয়। অগ্রগতির বিষয়। মহান আল্লাহ এ আয়োজনকে জাতির কল্যাণে কবুল করুন।

সম্পাদকীয়

প্রাচ্যতত্ত্ব নিয়ে মুসলিম চিন্তা ও জ্ঞানমার্গে একটি উদ্বেগ ও বিচলন একটি বাস্তব প্রসঙ্গ। কারণ এর প্রধান প্রবণতা ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যা বিভ্রান্তিকর। ইসলামের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়কে সে আপন আদলে চিত্রায়িত করে। যেখানে সাধারণত বৈরিতা এবং প্রতিহিংসার উদ্যম লক্ষ করা যায়। ফলে প্রাচ্যবাদী বয়ানে সাধারণত ইসলামের প্রতিটি দিক হয় আক্রমণের শিকার। ইসলাম বলে উপস্থাপিত হয় এমন কিছু, যা আসলে ইসলাম নয়।

বহু শতাব্দীর ধারাবাহিকতায় প্রাচ্যবাদী বয়ান গভীর ও শক্তিমান প্রভাব তৈরি করেছে দুনিয়াজুড়ে, যা ইসলামকে বুঝা ও দেখার এক বিকৃত ধারাবাহিকতার মুখোমুখি করে আমাদের; যার মোকাবেলা একটি অনস্বীকার্য দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় ইসলামের জায়গা থেকে।

মুসলিম চিন্তাধারায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তানৈতিক যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় এ কর্তব্য উম্মাহের মসিধারী উলামার মাথায় নোটিশের মতো ঝুলছে।

মা'হাদুল ফিকরি ওয়াদ-দিরাসাতিল ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই চিন্তার ময়দানে জরুরি কর্তব্য আঞ্জামে নিজেকে নিবেদিত রেখেছে। দাওয়াহ ও গবেষণার ধারায় জ্ঞানতাত্ত্বিক, চিন্তানৈতিক ও ময়দানি কাজের সমন্বয় মা'হাদের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সৃষ্টিতেও এর স্বাক্ষর প্রত্যাশিত। মা'হাদের শিক্ষার্থীদের রচনায় ইসলাম ও প্রাচ্যতত্ত্বের পর্যালোচনামূলক এ সংকলন সেই ধারার এক দরকারি পদক্ষেপ। বাংলাভাষায় গবেষণামূলক অবলোকনে ইসলামি চিন্তার জায়গা থেকে প্রাচ্যবাদ মোকাবেলা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। এ পথে এ সংকলন একটি পথিকৃৎ ও অগ্রবর্তী দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে, ইনশাআল্লাহ। এ সংকলনে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, তাসাউফ, সিরাত, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি প্রসঙ্গে প্রাচ্যতাত্ত্বিক বিভ্রান্তি অপনোদনের প্রয়াস রয়েছে, যা প্রাচ্যবাদ-প্রভাবিত পাঠকমহলে সত্যতা ও যথার্থতা উদঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এ সংকলনে স্থান পায়নি এমন আরও কিছু প্রবন্ধ রয়ে গেছে, যা ইসলামি রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, চারিত্রিক নীতিমালাসহ নানা বিষয়ে আলোকপাত করে। প্রাচ্যবাদী বিষয়ের বিকল্প ভাষ্য হাজিরের চেষ্টা করে। এ নিয়ে স্বতন্ত্র সংকলনের প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে।

জ্ঞানদক্ষতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতাসহ একদল হৃদয়বান দাঈ আলেম তৈরির পাশাপাশি চিন্তা ও গবেষণার ময়দানে গুরুত্ববহ বিষয়াবলিতে মা'হাদের এমন সংকলন-প্রয়াস অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ কবুল করুন, তাওফিক দিন, আমিন।

মুসা আল হাফিজ
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

লেখা সম্পর্কে

‘প্রাচ্যবিদদের ইসলাম চর্চা : প্রকৃতি ও প্রভাব’ প্রবন্ধে লেখক ওরিয়েন্টালিজমের শেকড়সন্ধানে ক্রুসেডের ভূমিকা তুলে ধরেন। পাশাপাশি প্রাচ্যচর্চার সূচনা ও গতিপ্রকৃতি সংক্রান্ত আলাপ টেনে দেখান যে, ওরিয়েন্টালিজমের সঙ্গে ক্রুসেডের যোগসূত্র ছিল বটে, কিন্তু প্রাচ্যবিদদের ইতিবাচক ভূমিকাকেও উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। আবার এরই মধ্যে গবেষণাগত বিচ্যুতি ও খেয়ানত থেকে প্রাচ্যবিদরা যে বের হতে পারেন না, এটিও দেখানো হয়েছে প্রবন্ধটিতে।

‘ওরিয়েন্টালিজমের গোড়ায় দৃষ্টিপাত’ শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাচ্যবাদের পরিচয়, সূচনা এবং ক্রমবিকাশ উঠে এসেছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে। এবং প্রাচ্যচর্চার মৌলিক কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি ইশারা দিয়ে প্রবন্ধটির সমাপ্তি ঘটেছে।

‘প্রাচ্যবাদ : বুদ্ধিবৃত্তিক নেপথ্যে সাম্রাজ্যবাদী বোঝাপড়া’ প্রবন্ধে লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক নির্মাণে ওরিয়েন্টালিজমের প্রভাব তুলে ধরেছেন। ওরিয়েন্টালিজম বিষয়ে মুসলিমদের প্রতিবয়ানের সংকট ও সম্ভাবনার পাশাপাশি প্রাচ্যবাদের পরিচিতি ও ইতিহাস এনেছেন। প্রাচ্যচর্চা কখন এবং কীভাবে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হয়ে উঠেছে, লেখক বিভিন্ন বরাতের মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট করেছেন।

‘নব্যপ্রাচ্যবাদ : ধারণা ও পদ্ধতিগত সংকট’ শিরোনামে লেখক নব্যপ্রাচ্যবাদের ধারণা ও রূপান্তর তুলে ধরেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে। নব্যপ্রাচ্যবাদের বিকাশ ও উত্থানের পেছনে ক্রিয়াশীল ঘটনা-অনুঘটনাও সমান্তরালে হাজির করেছেন। বিশেষত, পশ্চিমা তাত্ত্বিকদের বরাতে উপস্থাপন করেছেন নব্যপ্রাচ্যবাদের নানামাত্রিক সংকট। পরিশেষে লেখক দেখান যে, নব্যপ্রাচ্যবাদ আদতে ক্লাসিক্যাল প্রাচ্যবাদের নয়া সংযোজন।

‘রাশিয়ান প্রাচ্যবাদ : ঐতিহাসিক পাঠ’ শিরোনামে লেখক রুশ সাহিত্যে ইসলামচর্চার দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গতিপ্রকৃতি তুলে এনেছেন। এবং ইতিহাসের বিচার-বিবেচনা নিয়ে এসেছেন দক্ষতার সঙ্গে।

‘প্রাচ্যবাদের অস্তিত্ব কি এ যুগে নেই’ প্রবন্ধটি মূলত নব্যপ্রাচ্যবাদ সন্ধানের একটা প্রাথমিক প্রচেষ্টা। লেখক পশ্চিমা ও মুসলিম স্কলারদের বরাতে স্পষ্ট করেছেন যে, ওরিয়েন্টালিজম প্রপঞ্চের প্রতি নেতিবাচকতা থাকলেও এর মৌলচরিত্র পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়ায় উপস্থিত, যাকে পূর্বের প্রবন্ধে নব্যপ্রাচ্যবাদ হিসেবে হাজির করা হয়েছে।

‘আল-কুরআনের প্রাচ্যবাদী গবেষণা ও বিভ্রান্তি’ প্রবন্ধে লেখক অত্যন্ত গোছালো ভঙ্গিতে কুরআন সংশ্লিষ্ট প্রাচ্যবাদী বিভ্রান্তির অপনোদন করেছেন।

‘আধুনিক প্রাচ্যবিদদের কার্যপ্রকৃতি ও নবীজির বংশমর্যাদা সম্পর্কে মার্গোলিয়থের বয়ান : পাঠ ও পর্যালোচনা’ শীর্ষক রচনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রাচ্যবিদের আলাপের সূত্র ধরে ওরিয়েন্টালিজমের কাঠামোগত বোঝাপড়া উপস্থিত করেছেন লেখক। বিশেষভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশমর্যাদা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মার্গোলিয়থের বিভিন্ন সংশয়ের বিচার করা হয়েছে।

‘সিরাত ও প্রাচ্যবাদ : একটি প্রাথমিক অধ্যয়ন’ শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাচ্যবাদ ক্রুসেডের বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলা হিসেবে পর্যালোচিত হয়েছে। সিরাতের বিরুদ্ধে ওরিয়েন্টালিস্টদের যাবতীয় বিভ্রাটের গোড়ায় ছিল অজ্ঞতা। পশ্চিমে জ্ঞানচর্চার পোক্ত ভিত্তি থাকার পরও অজ্ঞতা কেন ক্রিয়াশীল থাকল, তার কার্যকারণ সন্ধান করেছেন লেখক। নব্যপ্রাচ্যবিদদের চরিত্র ও আদিম সুরত নিয়েও আলাপ তুলেছেন। পরিশেষে তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রাসুল সা.-এর অনিবার্যতা তুলে এনেছেন।

‘শিবলির বিচারে প্রাচ্যবিদদের সিরাতচর্চা’ প্রবন্ধে শিবলি নোমানির ইতিহাস ও সিরাতচর্চার প্রেক্ষাপট খোলাসা করা হয়েছে। সিরাত সংশ্লিষ্ট প্রাচ্যবিদদের বিচিত্র আপত্তির পর্যালোচনা এসেছে শিবলির বরাতে।

‘ফ্রান্সে সিরাতচর্চা : প্রাচ্যবাদী প্রকল্প ও মুসলিম মোকাবেলা’ শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক ফরাসি ভাষায় সিরাতচর্চার মুসলিম-প্রচেষ্টাকে হাজির করেন। এবং ফ্রান্সের তিন শ্রেণির প্রাচ্যবিদদের চিহ্নিত করে পর্যালোচনামূলক ভঙ্গিতে প্রবন্ধের পটভূমি নির্মাণ করেছেন।

‘প্রাচ্যবিদদের সিরাতচর্চা : প্রক্রিয়া ও কারণ’ প্রবন্ধের শুরুতে প্রাচ্যবিদদের সিরাতচর্চার একটি ফিরিস্তি তুলে ধরেছেন। এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে নেতিবাচক প্রাচ্যচর্চার শাস্ত্রীয় পর্যালোচনা করেছেন। সিরাত-কেন্দ্রিক বহুমাত্রিক প্রকল্প ও সক্রিয়তাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন।

‘রাসুল সা.-এর বহুবিবাহ প্রসঙ্গে প্রাচ্যবাদী আপত্তি’ শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাক-ইসলামি সমাজে নারী ও বহুবিবাহের চরিত্র নিয়ে আলাপের পাশাপাশি এসেছে ইসলামের বাস্তবতা। বহুবিবাহের গুরুত্বের দিকগুলো তুলে ধরেছেন দৈহিক, সামাজিক ও পারিবারিক বিবেচনা থেকে।

‘ইসলামি ফিকহের প্রাচ্যবাদী বিচার : বিভ্রান্তি ও নিরসন’ শীর্ষক প্রবন্ধে মুসলিমবিশ্বের ইউনিভার্সিটিগুলোতে ফিকহচর্চার সংকট এবং প্রাচ্যবিদদের বহুমাত্রিক প্রচেষ্টা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর প্রাচ্যবাদের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও বিকাশ এবং সক্রিয়তা নিয়ে আলাপ এসেছে। বিশেষত, শাখতের চিন্তা ও বিভ্রান্তির অপনোদন এসেছে সবিস্তারে।

‘ইসলামি আইন ও রোমান ল’ প্রসঙ্গে প্রাচ্যতাত্ত্বিক দাবি : একটি পর্যালোচনা’ প্রাচ্যতাত্ত্বিক বয়ানে ইসলামি আইন যে অপরের দিকনির্দেশনা হিসেবে হাজির হয়েছে, তার খবরদারি করেছেন লেখক। তুলনামূলক পর্যালোচনার ভেতর দিয়ে ইসলামি আইনের স্বাতন্ত্র্য চিত্রায়ন করেছেন ইতিহাস ও তুরাসের বরাতে।

‘হাদিসশাস্ত্র ও প্রাচ্যবাদ : বিভ্রান্তির নমুনা পর্যালোচনা’ শীর্ষক প্রবন্ধে আধিপত্য ও ক্ষমতা নির্মাণের পাটাতনে প্রাচ্যচর্চা কীভাবে ভূমিকা রেখেছে, সেসব আলাপের সাথে সাথে উঠে এসেছে প্রাচ্যবাদের নিজস্ব চরিত্র। বিশেষত, সিরাত এবং হাদিস-সংশ্লিষ্ট আলাপে গোল্ডজিহার ও জোসেফ শাখতের বিভ্রান্তি তুলে ধরে মুস্তফা আজমির বরাতে স্পষ্ট হাজির করা হয়েছে সিরাতের মৌলিকত্ব ও ওহিভিত্তিক বুনিয়াদ।

‘হাদিস বর্ণনাকারীদের নিয়ে প্রাচ্যবিদদের বিষোদগার : একটি বিশ্লেষণ’ প্রবন্ধে হাদিস বর্ণনার ঐতিহাসিক সিলসিলা, প্রচেষ্টা ও পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট আলোচনা যত্নের সাথে স্থান পেয়েছে। ইবনে আব্বাস রা.-সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রাচ্যবিদদের আপত্তিগুলোর পর্যালোচনা হাজির করেছেন লেখক।

‘ইসলামি তাসাউফ ও প্রাচ্যবাদ : একটি পর্যালোচনা’ প্রবন্ধে তাসাউফের শেকড় ও সূত্র নিয়ে প্রচারিত বিভ্রান্তির প্রতি ইশারা করেছেন লেখক। অতঃপর তাসাউফের পরিচিতি তুলে ধরে উৎস-কেন্দ্রিক বিতর্কের সমাধান টেনেছেন।

‘প্রাচ্যবিদদের ইসলামি ইতিহাসচর্চা : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা’ শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাচ্যবাদের চরিত্র তুলে ধরেন লেখক। মুসলিম ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্ব ধরে বিশ্লেষণী পর্যালোচনা তুলে এনেছেন। এবং প্রাচ্যবাদী বিভ্রান্তির অবসানে প্রয়াসী হয়েছেন।

‘বিশ্বায়নে প্রাচ্যবাদের প্রভাব’ প্রবন্ধে লেখক প্রাচ্যবাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বায়নের যোগসূত্র উপস্থাপন করেছেন। এবং বিশ্বায়নের বহুমাত্রিক প্রবণতা কীভাবে প্রাচ্যবাদের অবকাঠামোতে ভূমিকা রেখেছে, তার সংক্ষিপ্ত চিত্র উঠে এসেছে সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে।

‘আরবি সাহিত্যে প্রাচ্যবাদের সংশ্লেষ’ শিরোনামে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন মুসলিমবিশ্বে আরবিভাষার অবস্থান নিয়ে। পাশাপাশি ইউরোপে আরবিভাষাচর্চার বহুমাত্রিক রূপ ও প্রবাহ কীভাবে ওরিয়েন্টালিজমের পাটাতন নির্মাণ করেছে, সেসব নিয়েও আলাপ করেছেন।

‘উপমহাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারি ও প্রাচ্যবাদী তৎপরতা’ শিরোনামে মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে উপমহাদেশীয় প্রাচ্যবাদ ও মিশনারির যৌথ অপচেষ্টা তুলে ধরা হয়েছে। উঠে এসেছে মিশনারির কর্মপ্রক্রিয়া, প্রখ্যাত মিশনারিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং মিশনারি পুস্তক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সূচি।

‘সন্ত্রাসের অভিযোগে বিদ্ধ জিহাদ : একটি নির্মোহ পর্যালোচনা’ প্রবন্ধে লেখক জঙ্গিবাদের উৎস নিয়ে শাব্দিক এবং পারিভাষিক পর্যালোচনা হাজির করেছেন। ওয়ার

অন টেররের মার্কিনি প্রকল্পের ভণ্ডামি তুলে ধরেছেন নিপুণ হাতে। মিডিয়ার বিচিত্র কপটতা সন্ত্রাসের জমি তৈরিতে কীভাবে ভূমিকা রেখেছে, তা খোলাসা করা হয়েছে। সবশেষে তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন ইসলামের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং তুলে ধরেছেন বিভিন্ন ধর্মের অরাজকতা।

‘প্রাচ্যবিদদের ইসলাম অধ্যয়নের স্বরূপ ও মওলানা মুহাম্মদ আলির অন্তর্দর্শন’ শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলাম সংশ্লিষ্ট চর্চায় ইউরোপের বিশেষ উৎসাহের প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। প্যান ইসলামিজম নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে পর্যালোচনা হাজির করেছেন। মুসলিম-সমাজের রাজনৈতিকতা ও ধর্মাচরণ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে মারগোলিয়ুথ, হ্যারি জনস্টনদের বক্তব্যকে বিচার-বিবেচনা করেছেন সূক্ষ্ম উপস্থাপনায়।

‘প্রাচ্যবাদ মোকাবেলায় ড. মুস্তফা সিবায়ী’ শিরোনামের নিবন্ধে মুস্তফা সিবায়ীর কর্মবহুল জীবনের ফিরিস্তি উঠে এসেছে। প্রাচ্যবিদদের সঙ্গে সাক্ষাত ও সংলাপের ভেতর দিয়ে সিবায়ী যে অভিজ্ঞতা হাসিল করেছেন, তা এ ধারার পাঠে নবপ্রাণ সঞ্চার করেছে নিশ্চয়ই; লেখক সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে সেসব অভিজ্ঞতা সামনে রেখে সিবায়ীর রচনাবলির মৌলিকত্ব ও উপযোগিতা নির্ণয়ে শ্রম দিয়েছেন।

‘অ্যাডওয়ার্ড সাইদের ওরিয়েন্টালিজম : কোথায় জরুরত?’ শীর্ষক প্রবন্ধে পাশ্চাত্য মোকাবেলায় সাইদের ভূমিকা ও জরুরত তুলে ধরেন। সাইদের কর্মজীবনের পাশাপাশি তাঁর শ্রেষ্ঠকর্ম ‘ওরিয়েন্টালিজমে’র পাঠ-পর্যালোচনা উঠে এসেছে সংক্ষেপে। সাইদের অন্যান্য রচনার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ রেখেছেন লেখক। বিশেষত, ফিলিস্তিনিদের অধিকার ও বিপর্যস্ত বাস্তবতা সাইদের বরাতে হাজির করার প্রচেষ্টা চলেছে সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে।

“লাইফ অব মুহাম্মদ : উইলিয়াম ম্যুর ও স্যার সৈয়দ আহমদ খান” দ্য লাইফ অব মুহাম্মাদের প্রতিবয়ানে স্যার সৈয়দের ‘খুতুবাতে আহমদিয়া’ গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা উঠে এসেছে সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে। দুজনের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যের ভেতর দিয়ে পর্যালোচিত হয়েছে ম্যুরের গবেষণা। উপমহাদেশের পটভূমিতে স্যার সৈয়দ এবং আলিগড়ের বিচিত্র সক্রিয়তা তুলে ধরে, প্রাচ্যচর্চা মোকাবেলায় স্যারের অবদানকে নাতিদীর্ঘ পরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে।

‘মুস্তফা আজমি : প্রাচ্যবাদ প্রতিরোধে কীর্তিমান মনীষী’ শীর্ষক প্রবন্ধে আজমির পরিচিতি উঠে এসেছে। এবং বিশেষভাবে জোসেফ শাখতের প্রাচ্যবাদী প্রকল্পের বুনিয়াদি পর্যালোচনা এসেছে আজমির বরাতে।

‘প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের মোকাবেলায় পাশ্চাত্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের পুনর্গঠনের জরুরত’ শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক ড. মাজিন ইবনে সালাহ ‘ওরিয়েন্টালিজমের’ খেলাফে পাশ্চাত্যচর্চার প্রস্তাবনা হাজির করেছেন। পাশ্চাত্যচর্চার সিলসিলা, অবকাঠামো এবং সংকট-সম্ভাবনা তুলে এনেছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও প্রবন্ধটি বেশ গুরুত্ববহ।

সূচিপত্র

প্রাচ্যবাদের আপন মুখ

প্রাচ্যবিদদের ইসলামচর্চা : প্রকৃতি ও প্রভাব
ক্রুসেড
প্রাচ্যবাদকে চেনা এবং তার ইসলাম-অধ্যয়নের প্রেক্ষিত
প্রাচ্যবিদদের ইসলাম-অধ্যয়ন : আড়ালের চিত্র
প্রাচ্যবিদদের ইতিবাচক ভূমিকা ও স্বীকৃতি
প্রাচ্যবিদদের ইসলামচর্চার নানা মাধ্যম ও তার প্রভাব

ওরিয়েন্টালিজমের গোড়ায় দৃষ্টিপাত
ওরিয়েন্টালিজমের পরিচয়
ওরিয়েন্টালিজমের ক্রমবিকাশ
প্রথম স্তর
দ্বিতীয় স্তর
তৃতীয় স্তর
প্রভাবশালী কিছু প্রাচ্যবিদ
প্রাচ্যতত্ত্বের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য
উপসংহার

প্রাচ্যবাদ : বুদ্ধিবৃত্তির নেপথ্যে সাম্রাজ্যবাদী বোঝাপড়া
Orientalism বা প্রাচ্যতত্ত্বের পরিচিতি নিয়ে দুটি কথা
প্রাচ্যতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
প্রাচ্যতত্ত্বের ক্রমশ বেড়ে ওঠার বেশ কিছু স্তর
প্রাচ্যতত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জোগান

নব্যপ্রাচ্যবাদ : ধারণা ও পদ্ধতিগত সংকট
বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক আধিপত্যের শক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক
ইসলামি প্রাচ্য সম্পর্কে নেতিবাচক স্টেরিওটাইপ স্থাপন ও শোষণের ধারাবাহিকতা
ইসলাম সম্পর্কে ক্লাসিক্যাল প্রাচ্যবাদী সূত্রের পরম্পরা
উপসংহার

রাশিয়ান প্রাচ্যবাদ : ঐতিহাসিক পাঠ
রাশিয়ান প্রাচ্যবাদ বিষয়ক রচনাবলি
রাশিয়া ও ইসলাম : মুখোমুখি অতীত
প্রাচ্যকে নিয়ে রাশিয়ানদের গবেষণার নেপথ্যে
রাশিয়ান প্রাচ্যবাদ : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
রাশিয়ান প্রাচ্যবাদ ও ইহুদিদের জাতীয় ভূখণ্ড
রাশিয়ান প্রাচ্যবাদ : বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা
রাশিয়ান প্রাচ্যবাদী গবেষণা : একাল-সেকাল
জার শাসনামলে রাশিয়ান প্রাচ্যবাদ
সোভিয়েত আমলে রাশিয়ান প্রাচ্যবাদ

প্রাচ্যবাদের অস্তিত্ব কি এ যুগে নেই?
১-পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে প্রাচ্যবাদের সমাপ্তি
২-মুসলিম গবেষকদের দৃষ্টিতে প্রাচ্যবাদের সমাপ্তি
৩-বর্তমান কর্মতৎপরতায় প্রাচ্যবাদের অস্তিত্ব

প্রাচ্যতাত্ত্বিক দৃষ্টি বনাম ওহী ও আল কুরআন
আল-কুরআন প্রসঙ্গিত প্রাচ্যবাদী ভাবনা-বিচার

আধুনিক প্রাচ্যবিদদের কার্যপ্রকৃতি ও নবীজির বংশমর্যাদা সম্পর্কে মার্গোলিয়থের বয়ান : পাঠ ও পর্যালোচনা

সিরাত প্রশ্ন ও প্রাচ্যবাদী ভ্রান্তি

সিরাত ও প্রাচ্যবাদ : একটি প্রাথমিক অধ্যয়ন

শিবলি নোমানির বিচারে প্রাচ্যবিদদের সিরাতচর্চা

শিবলি নোমানি : জীবন ও কর্ম
রচনাবলি
ইতিহাস সমালোচনা ও সিরাত রচনার প্রেক্ষাপট
সিরাতের প্রাচ্যবাদী বয়ান
সিরাতুন নবীর অনন্যতা
প্রাচ্যবিদদের একটি দাবির খণ্ডন পর্যালোচনা
আল্লামা শিবলির প্রাচ্যবাদ বিশ্লেষণ
উপসংহার

ফ্রান্সে সিরাতচর্চা : প্রাচ্যবাদী প্রকল্প ও মুসলিম মোকাবেলা

ফ্রান্সে সিরাতচর্চা : প্রাচ্যবিদদের প্রকল্প
কিছু ভারসাম্যপূর্ণ প্রাচ্যবিদদের রচনা

প্রাচ্যবিদদের সিরাতচর্চা : প্রক্রিয়া ও কারণ

সিরাতুন নবী বিষয়ক রচনাবলি
তাদের মধ্যে অগ্রণী যারা
নেতিবাচক চর্চা ও এর ধারাবাহিকতা
সিরাতরচনায় প্রাচ্যবিদদের বিভ্রান্তি উল্লেখ ও অপনোদন
প্রথম বিভ্রান্তি : ইসরা ও মিরাজ সম্বন্ধে
দ্বিতীয় বিভ্রান্তি : হিজরতের রাতে আল্লাহর রাসুলকে হত্যার জন্য মুশরিকদের ষড়যন্ত্র
তৃতীয় বিভ্রান্তি : নবীর স্ত্রীদের ব্যাপারে
প্রাচ্যবিদ ডেভেন পোর্টের ভাষায় প্রতিক্রিয়া
প্রাচ্যবিদদের রচনায় আরো কিছু ত্রুটি

সিরাতচর্চা-কেন্দ্রিক সভা-সেমিনার
মিশনারি তৎপরতা
বিচিত্র উপায় ও উপকরণ
নেপথ্যের কারণ ও উদ্দেশ্য
আমাদের করণীয়
শেষকথা

রাসুল সা.-এর বহুবিবাহ প্রসঙ্গে প্রাচ্যবাদী আপত্তি : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

বহুবিবাহ এবং তাৎপর্য
জায়নাব বিনতে জাহশ রা.-এর বিয়ের প্রকৃত সত্যতা ও তার উপর উত্থাপিত আপত্তির নিরসন
ওয়াকেদির ভিত্তিহীন বর্ণনা
প্রকৃত ঘটনা
ভিত্তিহীন অভিযোগের নিরসন
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পয়েন্ট
শেষকথা

ফিকহ : আপত্তি ও নিরসন

ইসলামি ফিকহের প্রাচ্যবাদী বিচার : বিভ্রান্তি ও নিরসন

সারাৎসার ভূমিকা
প্রাচ্যবাদের সংজ্ঞা, লক্ষ্য এবং বিকাশ
ইসলামি আইন : উৎপত্তি ও বিকাশ
ইসলামি ফিকহ নিয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাচ্যবিদদের কর্ম ও পরিচয়
ইসলামি আইনে প্রাচ্যবিদদের মৌলিক আপত্তিসমূহ
আধুনিক ইসলামি আইন ও ফিকহশাস্ত্রে প্রাচ্যবিদ শাখত
বিষয় ও বিধানের সংখ্যা
ইসলামি আইন কি রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত?
প্রথম দাবি ও তার অসারতা
দ্বিতীয় দাবি ও তার অসারতা

তৃতীয় দাবি ও তার অসারতা
চতুর্থ দাবি ও তার অসারতা
পঞ্চম দাবি ও তার অসারতা
ষষ্ঠ দাবি ও তার অসারতা
সপ্তম দাবি ও তার অসারতা
ইসলামি আইন আসলেই কি বর্তমান যুগে অচল?

ইসলামি আইন ও রোমান ল' প্রসঙ্গে প্রাচ্যতাত্ত্বিক দাবি : একটি পর্যালোচনা
ফিকহে ইসলামি এবং রোমান ল'-এর উৎস যাচাই
ফিকহে ইসলামির উৎস
রোমান আইনের সঙ্গে তুলনা
ফিকহে ইসলামি এবং রোমান আইন সম্পর্ক : ঐতিহাসিক প্রমাণ
রোমান আইনের প্রতি ফুকাহায়ে কেরামের ভ্রুক্ষেপ না করা
ইসলামি আইনের উপর গবেষণাকারী প্রাচ্যবিদদের চার অগ্রদূত
ইসলামি আইনের ব্যাপারে প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি কি বদলেছে?

পুরুষের জন্য চার বিবাহের অনুমোদন বনাম প্রাচ্যবাদী ভাষ্য
বহুবিবাহ ও প্রাচ্যবাদ
বহুবিবাহের গুরুত্ব
প্রয়োজনীয়তা

সংশয়ের কুয়াশা বনাম হাদীসের আলো

হাদিসশাস্ত্র ও প্রাচ্যবাদ : বিভ্রান্তির নমুনা পর্যালোচনা
সারসংক্ষেপ
ভূমিকা
বিষয় পরিচিতি
প্রাচ্যবাদের কাজ
হাদিসশাস্ত্রে বিভ্রান্তির নমুনা

বর্তমান ধরন
উপসংহার

হাদিস বর্ণনাকারীদের নিয়ে প্রাচ্যবিদদের বিষোদগার : একটি বিশ্লেষণ
রুওয়াতুল হাদিস একটি শাস্ত্র
রুওয়াতুল হাদিস (হাদিস বর্ণনাকারীগণ)-এর সংজ্ঞা
রুওয়াতুল হাদিসের গুরুত্ব এবং জানার ফায়দা
রুওয়াতুল হাদিসের উৎপত্তি ও রচনা
রচনায় আলেমদের মূলনীতি রুওয়াতুল হাদিস সংরক্ষণে মুহাদ্দিসগণের প্রচেষ্টা
মুহাদ্দিসদের প্রচেষ্টার কতিপয় দিক
হাদিস বর্ণনাকারীদের নিয়ে সংশয়
হযরত আবু হুরায়রা রা.
গোল্ড যিহারের প্রত্যুত্তর
গোয়েনবলের জবাব ইবনে আব্বাস রা. ইমাম জুহরি রহ.
উপসংহার

প্রাচ্যবাদী আয়না বনাম তাসাউফ

ইসলামি তাসাউফ ও প্রাচ্যবাদ : একটি পর্যালোচনা
تصوف (তাসাউফ) এর শাব্দিক বিশ্লেষণ
পারিভাষিক অর্থ
তাসাউফের উৎসমূল নিয়ে বিতর্ক
ইসলামি তাসাউফের উৎস ভারতীয় সংস্কৃতি
তাসাউফের উৎস খ্রিষ্টবাদ
ইসলামে তাসাউফ
হাদিসের আলোকে তাসাউফ
উপসংহার

প্রাচ্যবিদদের ইসলামি ইতিহাসচর্চা :
একটি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ
ইসলামের প্রাথমিক যুগ নিয়ে প্রাচ্যবিদদের গবেষণা ও রচনা
সিরাতশাস্ত্রের তথ্যসূত্রের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ
রাসুল সা.-এর জন্মগ্রহণ
গারে হেরায় নির্জনবাস
নবুয়ত অস্বীকার
খিলাফতে রাশেদার যুগ নিয়ে প্রাচ্যবিদদের গবেষণা ও রচনা
উমাইয়া যুগ নিয়ে প্রাচ্যবিদদের গবেষণা ও রচনা
আব্বাসি খিলাফত নিয়ে প্রাচ্যবিদের গবেষণা ও রচনা
উসমানি খিলাফত ও আধুনিক যুগ নিয়ে প্রাচ্যবিদদের গবেষণা ও রচনা

প্রাচ্যবাদের বিচিত্র ডালপালা

বিশ্বায়নে প্রাচ্যবাদের প্রভাব

কতিপয় ইতিবাচক সংজ্ঞা
গ্লোবালাইজেশনের কতিপয় নেতিবাচক সংজ্ঞা
মূলত বিশ্বায়নের তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায়
প্রাচ্যকে পিছিয়ে রাখার মৌলিক উপকরণগুলোর প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া
পরিশিষ্ট

আরবি সাহিত্যে প্রাচ্যবাদের সংশ্লেষ
আরবিভাষা : মুসলিম জ্ঞানরাজ্যের শাহতোরণ
ইউরোপে অ্যারাবিক লিঙ্গুইস্টিক ইনস্টিটিউট
ইউরোপে রচিত আরবি ব্যাকরণগ্রন্থ
ইউরোপ ইউনিয়নে আরবিচর্চার নয়া যুগ
আরবি অভিধানশাস্ত্রে ইউরোপের দখল
আরবি সাহিত্যসংকলন
আঞ্চলিক আরবির ব্যাকরণ প্রণয়ন
আঞ্চলিক আরবির প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারা

উপমহাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারি ও প্রাচ্যবাদী তৎপরতা
উপমহাদেশে মিশনারি ও প্রাচ্যবাদ
বাংলায় মিশনারি
মিশনারি ও প্রাচ্যবাদের নেপথ্যশক্তি ও উপকরণ
মিশনারি প্রশিক্ষণ
ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে রচিত পুস্তক ও পত্রিকা
উপমহাদেশে মিশনারি প্রাচ্যবিদ : জীবন ও কর্মধারা
উইলিয়াম ম্যুর
উইলিয়াম জোনস
উইলিয়াম ক্যারি
জোসুয়া মার্শম্যান
উইলিয়াম ওয়ার্ড
কার্ল গটলিয়েব ফান্ডার
বিশপ জর্জ এলফার ডেলফ্রা
পাদরি চার্লস উইলিয়াম ফোরম্যান
রবার্ট ক্লার্ক

প্রোপাগান্ডা ও জিহাদ

সন্ত্রাসের অভিযোগে বিদ্ধ জিহাদ :
একটি নির্মোহ পর্যালোচনা
শুরুর কথা
প্রকৃত সন্ত্রাসের প্রামাণ্য চিত্র
টুইনটাওয়ার হামলা ও পরবর্তী বিশ্ব
মিডিয়ার ভূমিকা
মুসলিমদেশে অমুসলিমদের সহাবস্থান
বিদ্বেষের কারণ
কোন ধর্ম কী বলে
ইসলামের যুদ্ধনীতি
শেষকথা

প্রাচ্যবাদ মোকাবেলা

প্রাচ্যবিদদের ইসলাম অধ্যয়নের স্বরূপ ও মওলানা মুহাম্মদ আলির অন্তর্দর্শন

প্রাচ্যবাদ মোকাবেলায় ড. মুস্তফা সিবায়ী

প্রাচ্যবিদদের সাথে সিবায়ীর বিতর্ক
মুসলিম স্কলারদের মাঝে প্রাচ্যবাদের প্রভাব : ড. সিবায়ীর সমালোচনা
প্রাচ্যবাদ মোকাবেলায় ড. সিবায়ীর রচনা

অ্যাডওয়ার্ড সাইদের ওরিয়েন্টালিজম : কোথায় জরুরত?

মুস্তফা আজমি : কীর্তিমান মনীষী

এক. জীবনের বাঁকে বাঁকে
কর্মজীবন
পুরস্কার
দুই. অনবদ্য রচনাবলি
দিরাসাত ফিল হাদিসিন নাওয়াবি ওয়া তারিখু তাদওয়িনিহ
On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence
নবী সা. এর কাতিবগণ
মানহাজুন নাকদ ইনদাল মুহাদ্দিসিন
আল-মুহাদ্দিসুন মিনাল ইয়ামামাহ
হাদিসশাস্ত্রে তার তাহকিক করা মূল্যবান কিতাবাদি
তিন. উনিশ ও বিশ শতাব্দীতে প্রাচ্যবিদদের নগ্ন থাবা
গোল্ড যিহারের দাবিসমূহ
জোসেফ শাখতের দাবিসমূহ
জোসেফ শাখতের আপত্তিকর দাবিগুলো
চার. গোল্ড যিহারের খণ্ডন

পাঁচ. জোসেফ শাখতের জবাব
ইসলামি আইনের চারটি দিক ছয়. ইতিকথা

লাইফ অব মুহাম্মদ : উইলিয়াম ম্যুর ও স্যার সৈয়দ আহমদ খান

সারসংক্ষেপ
ভূমিকা
বিষয় পরিচিতি
জীবনী রচনার সূচনাপর্ব
জীবনীগ্রন্থের দুটি বাহু
প্রথম যুগের রচনাবলি
অমুসলিমদের রচনাবলি
উইলিয়াম ম্যুর
স্যার সৈয়দ আহমদ খান
খুতুবাতে আহমদিয়া
উপসংহার

প্রতীচ্যবাদ

প্রাচ্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের মোকাবেলায় পাশ্চাত্যতাত্ত্বিক জ্ঞানের পুনর্গঠনের জরুরত

প্রাচ্যবাদের আপন মুখ

প্রাচ্যবিদদের ইসলামচর্চা : প্রকৃতি ও প্রভাব

আনোয়ার হোসাইন

ইতিহাসে দেখা গেছে, একটা সম্প্রদায় তার নিজস্ব ধ্যানধারণা সঠিক মনে করে তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, ঠিক যেভাবে যিশুখ্রিষ্টের আগমন সত্ত্বেও ইহুদিরা মুসা আলাইহিস সালামের প্রচারিত তাদের পুরাতন ধর্মবিশ্বাসে অটল থাকে। কিন্তু, 'ঈশ্বরের পুত্র যিশু' ক্রুশে আত্মাহুতি দিয়ে মানবকুলের জন্য মুক্তির পথ তৈরি করার ছয় শতাব্দী পরে একটা নতুন ধর্মের জন্ম খ্রিষ্টানদের কাছে কেবল একটা প্ররোচনা বলেই গণ্য হয়নি, বরং একটা অপমানজনক ব্যাপারও মনে হয়েছে।

ফলত তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে হিংসাত্মকভাবে। এই প্রতিক্রিয়া ছিল বৈরিতায় পূর্ণ, যার দাবি ছিল মুহাম্মদ সা. একজন ভণ্ড নবী, যিনি যিশুখ্রিষ্টের শিক্ষাসমূহ ভুলভাবে নকল করে সংকলিত করেছিলেন। ইসলামের বিস্ময়কর দ্রুত বিস্তারে ভীত-শঙ্কিত হয়ে তারা বলেছে, ইসলাম হচ্ছে একটি মারমুখী এবং যুদ্ধপিপাসু ধর্ম, যার বিস্তৃতি মূলত ঘটেছিল সামরিক অভিযানের মাধ্যমে। যে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে ইসলামের প্রসার ঘটেছিল, তাদের মন একে এ ছাড়া অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করতে রাজি ছিল না। হেজাজ থেকে উদ্ভূত ইসলাম ৬৬৮ সালে কনস্টান্টিনোপল, ৭১০ সালে ভারত এবং ৭৩৩ সালে মধ্য ফ্রান্সে বিস্তার লাভ করেছিল। আসলে খ্রিষ্টজগত এই সত্যটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি যে ইসলাম ওই সমস্ত জনপদে এক উজ্জ্বল ত্রাণকর্তা হয়ে এসেছিল।

এভাবেই, ইসলামের নবী এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও বৈরীভাব খ্রিষ্টান ইউরোপীয় মনোবৃত্তির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়, যা বিবর্তিত হয়ে একপর্যায়ে তাদের অন্তরে জাগিয়ে তোলে Spirit of Crusades বা ক্রুসেডের চেতনা।

ক্রুসেড

১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর ধরে চলে ক্রুসেডের ধর্মযুদ্ধ। এই ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের মূলে দেখা যায় দুটি কারণ :

এক. ধর্মীয় ঈর্ষাপরায়ণতা, গোঁড়ামি ও অন্ধত্ব, যার কারণে গির্জার পুরোহিতগণ উত্তেজিত হয়ে ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ও

ক্ষোভের সঞ্চার করতে থাকে। পুরোহিতচক্র খ্রিষ্টান জাতিকে এই বলে ঐক্যবদ্ধ ও উত্তেজিত করে তোলে যে, কাফিরদের (মুসলমানদের) অধীনতা থেকে খ্রিষ্টান ভূমি অর্থাৎ ফিলিস্তিন ও বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত করা তাদের প্রথম কর্তব্য। সুতরাং ক্রুসেড-বাহিনীর মধ্যে অধিকাংশই ধর্মীয় উন্মাদনা ও গোঁড়ামির শিকার হয়ে ঘর-গেরস্ত ছেড়ে পাগলের ন্যায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আন্তরিকতা ও চরম বিশ্বাস নিয়ে। অথচ ময়দানে তারা পেয়েছে মৃত্যু, ধ্বংস, হত্যা, রক্তপাত ও প্রত্যাঘাত; এবং একদলের পর আরেক দলের মোকাবেলা করতে হয়েছে তাদের প্রতিনিয়ত।

দ্বিতীয় কারণ হলো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ বা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। ইউরোপের শাসকবর্গ ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ এবং বিশেষ করে সিরিয়া ও এর পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র সম্পর্কে শুনেছিল যে, সেখানে ধনদৌলত, কলকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সবুজ-শ্যামল ও উর্বর ভূমির ফসল নজিরবিহীন, যা ছিল ইউরোপে কল্পনাতীত। এমনিভাবে ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে শান্তি-শৃঙ্খলা জীবনের নিরাপত্তা ও উচ্চতর সভ্যতা-সংস্কৃতির এমন সব কাহিনি তারা শুনেছিল, যা তারা কখনো স্বপ্নেও দেখেনি। সুতরাং ইউরোপীয় শাসকবর্গ ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামের নাম করে তাদের সৈন্যবাহিনীকে মুসলিমরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে। অথচ তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ও মুসলমানদের ধনদৌলত লুটে নেওয়ার চরম লালসা; মোটকথা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। এ ছাড়া সত্যের সাহায্য করা তাদের মধ্যে আদৌ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছারই জয় হলো। দুই শতাব্দীর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরও ক্রুসেড-বাহিনী পরাজিত, লাঞ্ছিত ও রিক্তহস্তে তাদের ঘরে ফিরে গেল। যেসব এলাকা তারা জবরদখল করেছিল, তা বেদখল হলো। আর এ লোভাতুর হিংস্র বাহিনী আফসোস, নৈরাশ্য এবং ললাটে পরাজয় নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেল।

কিন্তু, ক্রুসেডের ফল হয় তার বিপরীত। ক্রুসেড-পরবর্তী প্রতিক্রিয়াসমূহের মাঝে খ্রিষ্টান সমরনায়কদের Cultural Shock গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে মুসলমানদের Saracen বা শয়তান আখ্যায়িত করত, তাদের নিজেদের চেয়ে উন্নততর এক সভ্যতার অধিকারী হিসেবে ক্রুসেডাররা দেখতে পেল, যেই শক্তিমান সভ্যতার মুখোমুখি হয়েছিল তারা। অনেক খ্রিষ্টান সমরনায়কের কাছেই পবিত্র ভূমির স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা বেশ বিব্রতকর ছিল। তখনকার প্রকৃত বর্বর ইউরোপের কাছে অজানা এক পরিশোধিত এবং পরিশীলিত জীবনধারণ, শিক্ষার হার, চিকিৎসাবিজ্ঞান আর কুর্দি বীর সালাহুদ্দীনের চরিত্রে সমন্বিত বীরত্ব, করুণা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদির স্মৃতি তাদের কাছে পীড়াদায়ক ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের পুণ্যভূমিতে দেখে যাওয়া সভ্যতা ছিল অনেকটা মুসলিম আন্দালুসিয়ার সভ্যতার মতোই, যে সভ্যতা তার খ্রিষ্টান প্রতিপক্ষকে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত করেছিল এমন বোধ দিয়ে যে, যদি কেউ তখন বর্বর থেকে থাকে, তবে তা মুসলমানরা নয়, বরং ক্রুসেড লড়তে আসা খ্রিষ্টানরাই।

ক্রুসেডযুদ্ধে খুব কাছাকাছি থেকে ইসলামকে দেখার কারণে ইউরোপের জনসাধারণের অনেকের মধ্যে ইসলামের প্রতি আদর্শিক মুগ্ধতা তৈরি হয়। কিন্তু এদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত মুষ্টিমেয়। সাধারণ খ্রিষ্টানরা তীব্র অপমান ও ঈর্ষা নিয়েই ফিরেছিল। তাদের শাসকরা এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই ফিরেছিল যে, যত যুগ পরেই হোক, আর এজন্য যত প্রকার কষ্ট ও অর্থসম্পদ প্রয়োজন হোক, তাদের ইসলামি রাষ্ট্রের উপর জয় লাভ করতেই হবে। অবশ্য তারা ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের উপর সামরিক দিক থেকে পরাজয়ের পর একথা নিঃসন্দেহে বুঝে নিয়েছিল যে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধের পরিবর্তে তাদের বিশ্বাস, শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের গভীরতা পর্যালোচনা করে তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর নীরব হামলাই ব্যাপক কার্যকর ও ফলদায়ক হবে। সুতরাং ইউরোপীয় নবপ্রজন্মের মেধাবী একটি অংশ ইসলামি রাষ্ট্রের উপর তাদের সভ্যতা ও চিন্তাধারা অনুপ্রবেশের যুদ্ধে ব্যাপৃত হলো। আর এ থেকেই পাশ্চাত্যচিন্তাবিদদের বিভিন্ন দল অদ্যাবধি ইসলাম ও প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতি কলংকিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

প্রাচ্যবাদকে চেনা এবং তার ইসলাম-অধ্যয়নের প্রেক্ষিত

প্রাচ্যবিদ্যাকে ইংরেজিতে বলা হয় orientalism. এই ভাষায় orientalism শব্দের প্রথম ব্যবহার হয় ১৭৭৯ সালে। আরবিতে এর জন্য ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে 'ইসতিশরাক'। ইসতিশরাক 'শিন' 'রা' 'ক্বাফ' ধাতু থেকে উৎসারিত। এটা 'বাবে ইসতিফআল'র মাসদার। বাবে ইসতিফআলের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'তলব' তথা অন্বেষা। ইসতিশরাক শব্দের 'সিন' সে তলবের মর্মই আদায় করছে। অতএব ইসতিশরাকের মর্ম দাঁড়ায় প্রাচ্য সম্পর্কে জানার ইচ্ছা। এককথায় প্রাচ্যবাদ বলতে যা বোঝায় তা হলো, প্রাচ্যের ভাষা, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প, সভ্যতা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চিমাদের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণাকেন্দ্রিক চিন্তাধারা। আর প্রাচ্য বিষয়ে যিনি জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা করেন, তাকে বলা হয় orientalist বা প্রাচ্যবিদ।

প্রাচ্যবাদ গবেষক মুসা আল হাফিজের ভাষায় প্রাচ্যবাদ মানে প্রাচ্যসংক্রান্ত বিদ্যা। কথাটি ব্যাপক ও বিশেষ দুই ধরনের অর্থ দিতে পারে। ব্যাপক অর্থে নিকট প্রাচ্য-মধ্যপ্রাচ্য-দূরপ্রাচ্য তথা প্রাচ্যের যেকোনো স্থান, ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে পশ্চিমা গবেষণা। বিশেষ অর্থে মুসলিম প্রাচ্য ও তার ভাষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্মতত্ত্ব, সমাজ ও সভ্যতা নিয়ে পশ্চিমাদের বিদ্যাচর্চা।

প্রাচ্য বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা ছিল বহুমাত্রিক। ইসলাম, মুসলিম ও প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের রয়েছে অবাধ বিচরণ ও অগাধ অধিকার। ১০৮৫ খ্রিষ্টাব্দ টলেডো নগরী বিজিত হওয়ার পর এই নগরী স্পেনের ভূখণ্ডে রোমান চার্চের প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্ররূপে নির্বাচিত হয় (১০৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)। তার কয়েক

দশক পর এই নগরী বিশেষভাবে আর্চবিশপ ডন রেমুনদো (কার্যকাল ১৯২৫-৫৯ খ্রিষ্টাব্দ)-এর গৃহীত উদ্যোগের ফলে আরবিভাষায় রচিত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাষ্যসমূহ ল্যাতিন ভাষায় অনুবাদের একটি প্রধানকেন্দ্রে পরিণত হয়।

Cluny-এর বেনেডেক্টাইন মঠের অধ্যক্ষ Peter the Venerable (১০৯৪-১১৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) ১১৪২ খ্রিষ্টাব্দে যখন স্পেন সফর করেন, তখন এই দুই ব্যক্তি কিছু সংখ্যক ইসলামি পাঠ্যগ্রন্থ আরবি হতে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের একটি প্রস্তাবনার বিষয়ে আলোচনা করেন এবং Peter the Venerable আরবি জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপর কর্মরত Robert of Ketton (Chester) ও Hermann of Delmatia-কে পবিত্র কুরআনসহ পাঁচটি ইসলামি পাঠ্যগ্রন্থ ল্যাতিন ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব অর্পণ করেন। Robert ১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ পবিত্র কুরআনের অনুবাদ সমাপ্ত করতে সক্ষম হন।

Peter the Venerable স্বয়ং এই সকল অনুবাদকর্মের অতিরিক্ত দুটি ভাষ্য রচনা করেন, যার একটি হচ্ছে অধিকতর বর্ণনামূলক Summa totius haeresis Saracenorum এবং অপরটি হচ্ছে কূটতার্কিক প্রকৃতিসম্পন্ন Liber contra sectam sive haeresim saracenorum. এই সকল ভাষ্য সামগ্রিকভাবে Cluniac Corpus অথবা টলেডো সংগ্রহ নামে পরিচিতি লাভ করে।

রেমন্ড লল (Raymond Lull) ইউরোপে প্রাচ্যগবেষণার পথিকৃৎরূপে বিবেচিত হয়ে আসছেন। শান্তিপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠান ও যুক্তিসম্মত বিতর্কের মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিকট খ্রিষ্টীয় সত্য উপস্থাপনের মানসে তিনি মের্জোকা দ্বীপের মিরামার নামক স্থানে ভবিষ্যতের খ্রিষ্টান মিশনারিগোষ্ঠীর জন্য একটি আরবি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত করেন, যা ১২৭৬ হতে ১২৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। তার সুপারিশ অনুসারে ১৩১১ সালে the Council of Vienna সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তার মাধ্যমে আরবিভাষার অধ্যয়ন অধিকতর নিয়মিত পর্যায়ে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। উক্ত সিদ্ধান্তে গৃহীত হয়—পাঁচটি নির্বাচিত ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় (রোম, বোলোগনা, প্যারিস, অক্সফোর্ড, স্যালামানকা)-এর প্রতিটিতে প্রাচ্যভাষা শিক্ষাদানের জন্য দুজন করে পণ্ডিত নিযুক্ত করা হবে।

সিসিলিতে বহু যুগ ধরে আরবীয় কালবি শাসকবংশ ক্ষমতাসীন ছিল (১০২-১০৯১ খ্রিষ্টাব্দ)। প্রথম রজার (মৃত্যু ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ) কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর তা মুসলিমদের সংস্পর্শে আসার একটি মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। তার পুত্র দ্বিতীয় রজার (শাসনকাল ১১৩০-৫৪ খ্রিষ্টাব্দ) এবং দ্বিতীয় পৌত্র Hohenstaufen-এর ফ্রেডারিক (রাজত্বকাল ১২১৫-৫০ খ্রিষ্টাব্দ) এবং পরবর্তীকালে Manfred ও Charles of Anjou কেবল আরবি-ল্যাতিন ভাষায় অনুবাদকর্মের জন্য অনুবাদক নিযুক্ত করেননি, একইসঙ্গে তারা স্বয়ং আরব-মুসলিমপ্রথা ও আচার-আচরণ বিষয়ে